প্রথম আলো

তারিখ 18 OCT 2017
পৃষ্ঠা 20 কলাম

অর্থ কমিটিতে ইউজিসির প্রতিনিধি রাখার সুপারিশ

- বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সংস্কার প্রসঙ্গে সংসদীয় উপকমিটি
- শিক্ষার্থীর ফি নির্ধারণে অনুমোদন নিতে হবে

রিয়াদুল করিম ●

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ ও শিক্ষক নিয়োগ কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) মনোনীত প্রতিনিধি রাখার বিধান যুক্ত করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ সংশোধন করার সুপারিশ করেছে সংসদীয় উপকমিটি। কমিটির প্রতিবেদন শিক্ষার্থীদের ফি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইউজিসির অনুমোদন নেওয়াসহ আরও কিছু সুপারিশ করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির গঠন করা ওই উপকমিটির সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) নজরদারি অনেকটা বাড়বে বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করছেন।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ সংশোধন করার লক্ষ্যে ২০১৫ সালের অক্টোবরে এই উপকমিটি গঠন করেছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই উপকমিটিকে কারিগরি সহায়তা দেয়। উপকমিটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনে কিছু সংযোজন-বিয়োজনের সুপারিশ করেছে। এসব সুপারিশ ইতিমধ্যে সংসদীয় কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি আফছারুল আমীন *প্রথম আলো*কে বলেন, স্থায়ী কমিটির আগামী বৈঠকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির প্রতিনিধিদের ডাকা হবে। আইনের খসড়া নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। এরপর প্রয়োজনীয় সংযোজন ও পরিমার্জন করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবে স্থায়ী কমিটি।

উপকমিটির সুপারিশ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, শিক্ষার্থীদের ফি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইউজিসির অনুমোদন নেওয়ার বিধান করার সুপারিশ করা হয়েছে। বিদ্যমান আইনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ফি নির্ধারণের বিষয়টি ইউজিসিকে শুধু অবহিত করে। প্রস্তাবিত সুপারিশে বলা হয়েছে, কমিশন প্রণীত নির্ধারিত ফরমে শিক্ষার্থীর ফি কাঠামো প্রস্তুত করে ইউজিসির অনুমোদন নিতে হবে।

বর্তমান আইনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ কমিটিতে সরকার বা ইউজিসির প্রতিনিধি রাখার বিধান নেই। উপকমিটির সুপারিশে অর্থ কমিটিতে ইউজিসি মনোনীত আর্থিক বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন সদস্য নিয়োগ করা, শিক্ষক নিয়োগ কমিটিতে কমিশন মনোনীত একজন শিক্ষাবিদ যুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে।

এ ছাড়া সুপারিশে বলা হয়েছে, সংরক্ষিত তহবিলের অর্থ ও লভ্যাংশ কমিশনের বিনা অনুমতিতে তোলা যাবে না বা অন্য ব্যাংকে হস্তান্তর করা যাবে না। তবে কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে লভ্যাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগ করা যাবে। এর বাইরে কমিশন মনোনীত একটি সিএ ফার্মের মাধ্যমে নিরীক্ষা করানোর বিধান করার কথা বলা হয়েছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে সরকার মনোনীত একজন শিক্ষাবিদ বা শিক্ষানুরাগী নিয়োগের বিধান বাদ দিয়ে ইউজিসির মনোনীত

এরপর পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

অর্থ কমিটিতে

শেষ পৃষ্ঠার পর

দুজন শিক্ষাবিদ (বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) নিয়োগ দেওয়া এবং প্রতি দুই মাসে অন্তত একটি সিন্ডিকেট সভা করার কথা বলা হয়েছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উদ্যোক্তাদের সংগঠন বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির সভাপতি শেখ কবির হোসেন *প্রথম আলো*কে বলেন, সুপারিশ করার আগে উপকমিটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে আলোচনা করেনি। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও সেভাবে বিভিন্ন স্তরে সরকার বা ইউজিসির প্রতিনিধি নেই। আর যারা নিজেদের পয়সায় চলে সেখানে আলাপ-আলোচনা না করে এতটা চাপানো যুক্তিযুক্ত নয়।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক অনুমতির শর্তে কিছু নতুন বিষয় যোগ করার সুপারিশ করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে পরিচালনা পর্ষদে অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষাবিদ রাখতে হবে। কমিশনের পূর্বানুমোদন ছাড়া বোর্ড অব ট্রাস্টিজে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন করা যাবে না।

বর্তমান আইনে বলা আছে, প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত ২৫ হাজার বর্গফুট আয়তনের নিজস্ব বা ভাড়া করা ভবন থাকতে হবে। সেটা দ্বিগুণ করে ৫০ হাজার বর্গফুট করা এবং নির্মাণাধীন ভবন বিবেচনায় না নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

জানতে চাইলে শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, যেসব সুপারিশ করা হয়েছে সেগুলো খুবই প্রয়োজনীয়। অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বেচ্ছাচারিতা চলে, এগুলো ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ছাড়া কিছু নয়। তাই এগুলো যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি।